বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মামলা নং-৩/২০১৮

মোঃ মুকবুল হোসেন — ফরিয়াদী
পিতাঃ হাজী মোঃ রহিম ব্যাপারী
গ্রামঃ টেকপাড়া, ডাকঘরঃ বাউশিয়া,
উপজেলাঃ গজারিয়া, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ।

বনাম

জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক/প্রকাশক
www.gazarianews.com (অনলাইন)
পিতাঃ মৃত চুনু মিয়া
গ্রামঃ পুরান বাউশিয়া, ডাকঘরঃ বাউশিয়া
উপজেলাঃ গজারিয়া, জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১. বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহম্মেদ — চেয়ারম্যান
২. জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত — সদস্য

ফরিয়াদী	ঃ স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ অনুপস্থিত
শুনানীর তারিখ	ঃ ২৮/০৬/২০১৮খ্রিঃ, ১৭/০৭/২০১৮খ্রিঃ, ২৮/০৮/২০১৮খ্রি
রায়ের তারিখ	ঃ ২৮/০৮/২০১৮খ্রি.

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, ২২/০১/২০১৮ তারিখ থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আমার বার্তা' সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদীকে জনসমুক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করা হয়েছে।
এই বিষয়ে ফরিয়াদীর বক্তব্য হলো যে, মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার অভিযুক্ত মোঃ জসীম উদ্দিন এলাকায় ভূয়া সাংবাদিক হিসেবে একেক সময় একেক পত্রিকার পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করে আসছে। সাংবাদিক পরিচয় দানে প্রতিপক্ষের প্রতি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী করার জন্য ফরিয়াদী প্রার্থনা করেছেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, জসীমের অসংখ্য অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছেন।

তদন্তপূর্বক জসীমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে প্রতারণা, হুমকি, মানহানি ও চাঁদাবাজীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ফরিয়াদী নিবেদন করেছেন যে, প্রকাশিত প্রতিবেদনে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছে।

১৮/০১/২০১৮ তারিখে www.gazarianews.com (অনলাইন) ফরিয়াদিকে জড়িয়ে মিথ্যা ও মানহানিকর তথ্য প্রকাশ ছাড়াও বিগত ২ বৎসর হতে প্রতিপক্ষ প্রশাসনের কাছে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিপক্ষের ভূয়া, প্রতারণা ও চাঁদাবাজীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের নিকট প্রতিকার চাওয়ার ফলে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যাচ্ছেন।

এ আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে ফরিয়াদী প্রতিবাদ পাঠিয়েছে। সম্পাদক তাঁর প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। প্রতিপক্ষের মিথ্যাচারের প্রতিবাদ করায় ০৮/০২/২০১৮ তারিখে উপজেলা প্রাঙ্গনেই জসীমের নির্দেশে তাঁর সন্ত্রাসী ভ্রাতা কামরুল ফরিয়াদীর উপর হামলা চালায়।
উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছেন।

মামলাটি তালিকা ভূক্তির পর প্রতিপক্ষের নিকট নোটিশ প্রেরণ করা হয়।
০২/০৭/২০১৮, ২৪/০৭/২০১৮ এবং ১৬/০৮/২০১৮ তারিখের তিনটি চিঠিই ডাকপিয়ন "প্রাপককে না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্য লিখে নোটিশ গুলি ফেরত পাঠায়। পরবর্তীতে প্রতিপক্ষ জবাব দাখিল করেননি এবং কোনরুপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বিধায় একতরফা শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হয়।
অদ্য শুনানীর দিন ধার্য আছে। ফরিয়াদী হাজিরা দাখিল করে উপস্থিত আছেন।
ফরিয়াদী তাঁর দাখিলকৃত কাগজপত্র উপস্থাপন করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি পড়ে শুনান। তিনি নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ একজন ভূয়া সাংবাদিক। তিনি একেক সময় একেক পত্রিকার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে প্রতারণা করে আসছে।

এলাকাবাসী প্রতিপক্ষের প্রতারণা ও চাঁদাবাজীর হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু কোন ফল পাচ্ছেন না। ফরিয়াদী আরও নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষের এহেন অপকর্মের প্রতিকার চাওয়ার ফলে সে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে এবং প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ফরিয়াদীর ভাবমুর্তি নষ্ট করা হয়েছে।
পরিশেষে ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে শাস্তি প্রদানের জন্য আবেদন করেন।
প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে নোটিশ গ্রহণ করেনি এবং সমন সম্পর্কে সম্মুখ জ্ঞাত হওয়ার পরও কাউন্সিলে হাজির হননি এবং জবাব দাখিল করেননি।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং কাউন্সিল কর্তৃক তদন্ত পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ বিধি মোতাবেক প্রতিপক্ষকে কাউন্সিলের বিচারিক কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু প্রতিপক্ষ সমন প্রাপ্তির পরও অবজ্ঞা/লংঘন করে হাজির হননি। বিচারিক কমিটির সম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে হাজির না হওয়ার জন্য তিরস্কার করা প্রয়োজন বলে কমিটি মনে করে। ১৮/০১/২০১৮ তারিখের www.gazarianews.com (অনলাইন) পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ মোঃ জসিম উদ্দিন সভাপতি গজারিয়া উপজেলা- প্রেস ক্লাব, মুন্সিগঞ্জ সম্পর্কে যা ইচ্ছে তা মন্তব্য করেছে যে, জসিমের সকল সনদ পত্র জাল এবং ঢাকা জেলার শিক্ষার্থী পরিচয়ে ১৯৯৮ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রি পাস সনদটি দেখেই বোঝা যায় এটি জাল। উল্লেখিত তারিখের প্রতিবেদনে আরও লিখেছেন সার্টিফিকেট জালিয়াতী চক্রের সাথে সম্পৃক্ত গজারিয়া উপজেলার গুয়াগাছিয়া গ্রামের নিজামুল হাসান শফিক, রসুলপুরের জাকির দর্জি ও টেকপাড়ার মুকবুল হোসেন মুকুলের সাথেও রয়েছে জসীমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রতিপক্ষ উপরোক্ত ভাবে ফরিয়াদীসহ এলাকায় সাংবাদিকগণের বিরুদ্ধে কুরুচি সম্পন্ন বক্তব্য দিয়ে তাদের মান সম্মানের হানি ঘটিয়েছেন। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদীর প্রতিবাদ লিপিও ছাপায়নি। উপরিউল্লেখিত অবস্থায় ফরিয়াদীর প্রতিকারের জন্য বর্তমান অভিযোগ দায়ের করেছেন। সংশ্লিষ্ট কাগজগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদী এবং অন্যান্য ভুক্তভোগীরা প্রশাসনিক পর্যায়েও প্রতিকার পেতে দরখাস্ত করেছে এবং সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও দরখাস্ত করেছে।

আলোচনা সিদ্ধান্তঃ
১৮/০১/২০১৮ তারিখে প্রতিবেদনটি অনলাইনের মাধ্যমে এ প্রচার করেছে। এটি কিন্তু কোন রেজিষ্টার্ড পত্রিকার অনলাইন ভার্সন নয়। লক্ষ্য করা গেছে সারা দেশে অনলাইন কার্যক্রম চলছে নীতি বহির্ভূতভাবে এর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যে যা খুশি একে অপরের বিরুদ্ধে লাগামহীন ও ইচ্ছাকৃত ভাবে কুৎসা প্রচার করে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষও তাই করে বেড়াচ্ছে। প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেয়ার মত কাউন্সিলের কোন বিধান নেই। কিন্তু কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার নামে অনৈতিক কাজে লিপ্ত রয়েছেন। তার এহেন আচরণের কারণে তাকে সাংবাদিক বলা যাবে না বরং প্রতিপক্ষ সাংবাদিকতার নামে অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে। তাই প্রশাসনিক ভাবে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
একই সঙ্গে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে একটা অনলাইন নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ঐ নীতিমালায় লাগামহীন ও ইচ্ছাকৃতভাবে কারো বিরুদ্ধে অপপ্রচার করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ থাকতে হবে এবং একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিরোধী অপপ্রচার থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

ফরিয়াদীর দাখিলকৃত সমস্ত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, ফরিয়াদী তার বক্তব্য প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে।
উপরোক্ত পর্যবেক্ষণে এই অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো।
ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট এ ব্যাপারে প্রতিকার চাইতে পারবেন।
অবগতির জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়াকে অনুলিপি প্রেরণের জন্য অত্র দপ্তরকে নির্দেশ দেয়া হলো

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য